27/7/2007

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ২ ......

এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন কলেজে ছাত্রের অভাবে ভর্তি সমস্যা দেখা দিতে পারে

চলন বিল সংবাদদাতা ॥ এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গ্রেড পদ্ধতি চালু করায় এবার রাজশাহী বোর্ডে ফলাফলে ব্যাপক ধস নামায় কলেজসমূহে ছাত্র ভর্তি সমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামগঞ্জে গজাইয়া উঠা অনেক কলেজকে এফ-গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ভরসা করিতে হইবে। এমনকি কলেজ টিকাইয়া রাখিবার জন্য বেতন ও ভর্তি ফি মওকুফের চিন্তা-ভাবনা

প্রাপ্ত তথ্য মতে, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের গত এসএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪শত ৩৬ জন। উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র ৬৬ হাজার ১শত ৫ জন। এই বোর্ডের অধীনে কলেজ রহিয়াছে ৩শত ২০টি। তন্মধ্যে সরকারী কলেজের সংকটে ৪৮টি। ১৬টি জেলা শহরে ১টি মহিলা ও ১টি সরকারী কলেজ রহিয়াছে। জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত সরকারী কলেজ ছাড়াও উপজেলা পর্যায়েও কয়েকটি সরকারী কলেজ আছে। এই সকল সরকারী কলেজের প্রতিটিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষমতা সাধারণত ৫শত জন। ৪৮টি কলেজের মধ্যে রংপুরের কারমাইকেল কলেজ, রাজশাহী সরকারী কলেজ, পাবন এডওয়ার্ড কলেজ এবং বগুড়ার স্যার আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির প্রধান লক্ষ্য থাকে

(১৩শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী বিভাগের

(৩য় পৃঃ পর)

তবে সরকারী সকল কলেজেই ৫শত
করিয়া ভর্তি করিলে ২৪ হাজার ছাত্র-
সংকুলান হয়। ফলে ভাল এবং মেধ
ছাত্র-ছাত্রী সরকারী কলেজেই ভর্তির
গ্রহণ করিবে।

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, রা
বোর্ডে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে জিপি
দশমিক ৫ পয়েন্টের উপরে এ গ্রেডের সং
হাজার ২শত ৬৬ জন। এই সংখ্যার অধি
৩টি ক্যাডেট কলেজ ও জেলা পর্যায়ের
স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। জিপিএ ৪ দশমিক ৫
প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪ হাজার ৬শত
জন। উপজেলা পর্যায়ে ইহাদের সংখ্যা ন
অধিকাংশই জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের
ছাত্রী। ফলে এ গ্রেডের ৫ হাজার ৯শত
ছাত্র-ছাত্রীই শহরের ভাল কলেজগুলিতে
হইবে। জিপিএ ৩ হইতে উপরে পয়েন্ট প্রা
সংখ্যা ৩৪ হাজার ১শত ২৩ জন।
পর্যায়ের সরকারী কলেজের আসন
করিতেই আরও দরকার পড়ে ১৮ হাজার
জন। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে
পয়েন্টপ্রাপ্তদের লইয়া উপ-জেলা
বেসরকারী কলেজগুলির কাড়াকাড়ি প
যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ১৬টি জেলায়
৩২টির মত উপজেলা রহিয়াছে। ইহাছা
গ্রাম পর্যায়ে গজাইয়া উঠিয়াছে অনেক কলে
উপজেলা পর্যায়ে এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রতি
কলেজের সংখ্যা ২শত ৭২টি। ইহা
সবগুলিই এমপিওভুক্ত।

উপজেলা পর্যায়ের সকল কলে
কেন্দ্র রহিয়াছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের টা
থাকিবে কেন্দ্র আছে এমন কলেজে ভর্তি
ইহাতে গ্রামীণ কলেজে ছাত্র ভর্তির সং
প্রকট হইয়া উঠিবে। ভর্তি শুরুর পূর্বেই উ
আলামত শুরু হইয়াছে বলিয়া অনুসন্ধানে জ
যায়। এদিকে এক দশকের মধ্যে গ্রামগ
গজাইয়া উঠা কলেজসমূহে এমনিতেই শিক্ষ
সংখ্যা অনুপাতে ছাত্র সংখ্যা অল্প।

বেসরকারী কলেজ বিধানমতে প্রতি
হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি কলেজ প্রতি
হইতে পারে। অথচ রাজশাহী বিভাগে গজাই
উঠা কলেজ জনসংখ্যার অনুপাতে নাই।
ব্যাপারে ২টি উপজেলায় খোঁজ লইয়া জ
যায়, তাড়াশ উপ-জেলার জনসংখ্যা পৌনে
লক্ষের মত। কলেজ রহিয়াছে ৫টি। বিজ্ঞান
কারিগরি কলেজের নাম দিয়া ধান ক্ষেতে
মধ্যে আরও ২টি কলেজ ঘর তুলি
অনুমোদনের চেষ্টা করা হইতেছে। উপজেল
নগণ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাশ করিয়াছে
কাজীপুর উপজেলায় কলেজের সংখ
সরকারী-বেসরকারীসহ ২২টি।

ফলে এই সকল কলেজের মত অনে
কলেজের শিক্ষকগণ বিপাকে পড়িয়াছেন
স্বাভাবিক গতিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না হইলে
শিক্ষকদের চাকুরী বজায় রাখার তাগিদেই এ
গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসন্ধান করিয়া ভর্তি
করিতে হইবে। আর গ্রেডধারী ছাত্র-ছাত্রীদে
বৃত্তির টোপ দিয়া ভর্তি করানোর দরকার হইতে
পারে বলিয়া পর্যবেক্ষক মহলের অভিমত